আল্লাহর বিধান না মানবরচিত আইন

(খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ কি দ্বীন ত্যাগ করা?)

দাবিক ১০ হতে সংকলিত, অনুবাদিত এবং পরিমার্জিত

আল্লাহর বিধান না মানবরচিত আইন

(খিলাফাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অর্থ কি দ্বীন ত্যাগ করা?)

মুজাহিদ শায়খ আবু মোহাম্মাদ আল আদনানী আশ-শামী (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন এবং তাকে ধর্মত্যাগী, মুনাফিক ও "তাত্ত্বিকদের" গলার কাঁটায় পরিণত করুন) বলেন, "আমরা অনুরূপভাবে শাম ও লিবিয়ার বিরোধী দলগুলোর প্রতি পুনরায় আহ্বান জানাচ্ছি। দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার পূর্বে গভীর ভাবে চিন্তা করার জন্য আমরা তাদের আহবান জানাচ্ছি, সেই দাওলাতুল ইসলাম, যা আল্লাহর নাযিল কৃত বিধান দ্বারা পরিচালিত। যারা ফিতনায় পতিত তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশ নেয়ার পূর্বে মনে রাখবেন, দাওলাতুল ইসলামের ভূখণ্ড ব্যতীত পৃথিবীর বুকে অন্য কোথাও পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর শরীয়াহ'র বাস্তবায়ন হয়নি। মনে রাখবেন, যদি আপনারা এই ভূখণ্ডের এক হাত, একটি গ্রাম অথবা একটি শহরও দখল করতে পারেন, তাহলে সেই স্থানে আল্লাহর আইন প্রতিস্থাপিত হবে মানবরচিত আইনের দ্বারা। অতএব নিজেকে প্রশ্ন করুন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর আইনকে মানবরচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করে অথবা এর পেছনে ভূমিকা রাখে, তাহলে সেই ব্যক্তির প্রতি হুকুম কি হবে?' হ্যাঁ, এর মাধ্যমে আপনি একজন কাফির হয়ে যাবেন। সুতরাং সতর্ক হন, দাওলাতুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে আপনি কুফরিতে পতিত হবেন, যদিও তা আপনি উপলব্ধি করতে পারেন অথবা না পারেন"। [হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিন]

দাওলাতুল ইসলাম কি কোন নতুন একটি নাওয়াক্বিদ আল-ইসলাম (এমন বিষয় যা কাউকে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের করে দেয়) সৃষ্টি করল(!) যা সমসাময়িক অসাধু আলেমরা অভিযোগ করেছে, যেসকল আলেমদের হৃদয় থেকে আল্লাহ ইসলামকে মুছে ফেলেছেন এবং যাদের দ্বারা বর্তমান যুগের উম্মাহ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে শাম এবং এর সম্প্রদায়কে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন"। [ইবন হাওলাহ থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমদ, হাদিসটি সহীহ] খুরায়ম ইবন ফাতিক আল-আসাদি (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "শামের লোকেরা পৃথিবীতে আল্লাহর চাবুকের ন্যায়। আল্লাহ তাদের দ্বারা যাকে ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করেন। তাদের ইমানদারদের উপর মুনাফিকদের কর্তৃত্ব চলবে না। তাদের মুনাফিকরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, ক্রোধান্বিত বা অনুশোচনায় পতিত না হয়ে মৃত্যুবরণ করবে না"

বিশ্বাসঘাতক সাহাওয়াতদের হামলার পর আদ-দানা এলাকায় অবস্থিত ইসলামী আদালতের চিত্র

[“আত-তাগহরিব ওয়াত-তারহিব” এ আল-মুনধিরি বর্ণনা করেছেন, “আত-তাবারি এটিকে মারফু’ বিবৃত করেছেন এবং আহমদ বলেছেন মাওকুফ; দ্বিতীয় মতটি সম্ভবত অধিকতর সঠিক। এর বর্ণনাকারীরা নির্ভরযোগ্য”]।

শামের পবিত্র ভূমি দাওলাতুল ইসলাম এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শুধুমাত্র শামের মাটি ও এর মানুষের উপর আল্লাহ্‌র রহমতের কারণে এবং এর মাধ্যমে সিরিয়ান ন্যাশনাল কোয়ালিশন ও এর কাউন্সিল গুলোর পতন হয়েছে। এটি শামের আল-বাব, আদ-দানা এবং আরও কিছু শহর ও গ্রামকে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে যেগুলো পূর্বে নুসাইরী সরকার, এরপর কিছু বিরোধী দলসমূহ যেমন ফ্রি সিরিয়ান আর্মি ও এদের জোটভুক্ত দল গুলোর অধীনে ছিল যারা আল্লাহর শরীয়াহ এবং তাঁর বিধান এর বিরোধী। অতঃপর, দাওলাতুল ইসলাম সেসব শহর ও গ্রামগুলোকে আল্লাহ কর্তৃক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর নাজিল কৃত বিধান অনুযায়ী শাসন করেছে- হুদুদ প্রতিষ্ঠা করেছে, সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করেছে এবং শরীয়াহ দ্বারা মানুষের বিচার করেছে।

ফলশ্রুতিতে মুরতাদ, মুনাফিক, বিদআতি, দুর্নীতির প্রসারকারী, বিরোধী এবং পক্ষাবলম্বী দলগুলো- ভিন্নমত বিশিষ্ট হলেও পরস্পরের মিত্র- সবাই মিলে একে অপরের সাথে পরিকল্পনা, মূল্যায়ন, ষড়যন্ত্র করে একটি সাজানো প্রতারণার অবতারণা করেছে... অনুমান করা যায় কিছু “নিরপেক্ষ” দল এই জোট এর বাইরে অবস্থান করে, যেন একটি কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভেড়া, না এই পক্ষে না ঐ পক্ষে এবং আল্লাহর সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে, শামে নীতি হীন সাহওয়াহ জোট এর অন্তর্ভুক্ত ছিল “জাইশ আল-মুজাহিদিন”, “ইসলামিক ফ্রন্ট”, “জাবহাত সুয়ার সুরিয়া”, ফ্রি সিরিয়ান আর্মি এবং জাওলানি ফ্রন্ট।[১]

এরপর, আল্লাহ শাম ও এর অধিবাসীদের উপর অনুগ্রহ করেন, সাহওয়াত জোটের ষড়যন্ত্রকে নিরস্ত ও বাতিল করে এই পবিত্র ভূমিতে দাওলাতুল ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রফুল্ল যোদ্ধা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীনকে মজবুত করেন - আর-রাক্কাহ, আল-বারাকাহ, আল-খায়ের, হালাব, হিমস এবং অন্যান্য স্থানে। এছাড়াও একের পর এক বিজয়ের মাধ্যমে দাওলাহ প্রাচ্যে প্রসারিত হতে থাকে, অতঃপর ইরাকের মসুল, আল-আনবার, আল-ফাল্লুজাহ, সালাহউদ্দিন, কারকুক এবং অন্যান্য স্থান মুক্তো হয় । দাওলাহ'র মুজাহিদগণ অবিরত প্রত্যাশা করে আল্লাহর সাহায্যের এবং কনস্টান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) ও রোম বিজয়ের।

---

১. একটি জোটে জোটবদ্ধ হওয়ার মানে হচ্ছে একই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ধারণ করা। কোন জোটে প্রবেশের জন্য একটি সদস্যপদ ফর্মে সাক্ষর করা লাগবে এমন কোন শর্ত নেই। তাছাড়া কিছু জিহাদের মিথ্যা দাবিদাররা জোর পূর্বক দাবি করে যে, জাওলানি ফ্রন্ট সাহাওয়াতে অংশ গ্রহণ করে নি। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে "মাজলিস শুরা মুজাহিদি আশ-শারক্বিয়্যাহ" (মিশমিশ) কি? তাছাড়া "লিওয়া সুয়্যার আর-রাক্কা" এর বিষয়ে কি তারা বলবে? ("লিওয়া সুয়্যার আর-রাক্কা" সাহাওয়াত ষড়যন্ত্র শুরু হওয়ার প্রায় তিন মাস পর অর্থাৎ ১৬ জুমাদা আল-আখির ১৪৩৫ হিজরি পর্যন্ত উলাইয়াত আর-রাক্কাহতে জাওলানি ফ্রন্টের শাখা ছিল। তারা "আবু সা'দ আল-হাদরামী" নামক এক সিরিয়ানের নেতৃত্বাধীন সৈন্য। তারা এখন 'আইন আল-ইসলাম এবং তেল আবিয়াদে কুর্দি নাস্তিকদের সাথে এক হয়ে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং তারা আমেরিকান বিমান বাহিনী দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত।

বস্তুত পক্ষে, হালাবের অধিকাংশ লোকেই এই ব্যাপারে অবগত যে সাহাওয়াত জোটে জাওলানি ফ্রন্ট অংশ গ্রহণ করেছে, কারণ সাহাওয়াত জোটের কারাগার সমূহের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগত নিরাপত্তা কর্মকর্তারা সবাই ছিল জাওলানি ফ্রন্টের পক্ষ থেকে। যদি কোন মুহাজির নিরাপত্তা চাইতেন, তাহলে সাহাওয়াত জোট তাকে জাওলানি ফ্রন্টের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে বলতো। এই সব কিছুই সংঘটিত হয় সাহাওয়াত জোটের সাথে আঁতাত করে, যেমনটা "আমর আল-হালাবী" সাহাওয়াত শুরুর প্রথম দিকে জাওলানি ফ্রন্টে প্রিয় টিভি চ্যানেল: আল জাজিরাতে কৃত রিপোর্টে উল্লেখ করে...

---> জাওলানির "শুরা" কাউন্সিলের এক সদস্য দাওলাতুল ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে আমাদের অবগত করেন যে, সাহাওয়াত ষড়যন্ত্র শুরু হওয়ার দুই সপ্তাহ আগে একটি জমায়েতে জাওলানি তাদেরকে সম্পর্কে অবগত করে যে, দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে অতি সত্বর যুদ্ধ শুরু হবে এবং যে সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সেই সভায় সে নিজও উপস্থিত ছিল। সে আরও উল্লেখ করে যে, এই ষড়যন্ত্রের ফলে নুসাইরী সরকারের সাথে থাকা যে ফ্রন্ট লাইনগুলো দুর্বল হবে যেখানে সে সাহায্য করবে। (বিস্তারিত জানার জন্য ইতি মধ্যে বাংলায় অনুবাদিত "আবু সামির আল উর্দুনীর সাক্ষাৎকার" পড়ুন।)

অর্থাৎ এই কপট ব্যক্তি আগে থেকেই নিশ্চয়তার সাথে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে রচিত ষড়যন্ত্রের কথা জানতো এবং সে অন্যান্য দলগুলোকে তাদের পৃষ্ঠ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয় যাতে তারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ শুরু করতে পারে। অতঃপর সে নিশ্চিত করে যে, জাওলানি ফ্রন্ট এই যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে দুরে থেকে "শুধুমাত্র" নুসাইরী সরকারের সাথে থাকা ফ্রন্ট সমূহে অবস্থান করবে, যাতে তারা নিজেদের "নিরপেক্ষ" হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে । কিন্তু অতি দ্রুতই সে এই নিরপেক্ষতার মুখোশ ত্যাগ করে এবং সাহাওয়াত জোটের ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান নির্বাহী হয়ে দাড়ায়, দাওলাতুল ইসলামের সাথে সরাসরি যুদ্ধ বা এর সৈনিকদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে, তাদের কারারুদ্ধ করা এবং তাদের অস্ত্র হরণের মাধ্যমে।

এই বিদ্বেষপূর্ণ ষড়যন্ত্রের পর দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা না করে কোন একটি গ্রাম বা শহরও দখল করে নি। যখন পথভ্রষ্ট দলগুলো যথা "আহরার আশ-শাম" এবং জাওলানি ফ্রন্ট (অথবা যা এখন "লিওয়া' সুয়ার আর-রাক্কাহ" নামে পরিচিত) রাক্কাহ এর মুহাজিরিন ও আনসারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলো এবং তাদের সাথে প্রতারণা করলো, তখন মুয়াহ্‌হিদ মুজাহিদিনগণ তাদেরকে অপমানের সাথে বিতাড়িত করেছিল। এরপর তারা পুরো উলাইয়াতে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে। তারা সালাত কায়েম করেছে, যাকাত সংগ্রহ করেছে এবং হিসবাহ (দাওয়াহ পুলিশ) প্রতিষ্ঠা করেছে সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ করার জন্য। তারা হুদুদ কায়েম করেছে, আল্লাহর আইন দ্বারা আদালতে বিচার করেছে, নিপীড়িতদের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে, কুফফার ও মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং আহলে-কিতাবের সম্প্রদায়ের উপর জিযিয়া আরোপ করেছে। অতঃপর, আর-রাক্কাহ শহর প্রত্যক্ষ করল আল্লাহর শরীয়াহ, যা তারা আগে দেখেনি। অনুরূপ অবস্থা বিরাজমান রয়েছে দাওলাতুল ইসলামের অধীনে অন্যান্য শহর এবং গ্রামগুলোতেও, আল্লাহ দাওলাহ'র গৌরব বৃদ্ধি করুন এবং এর শত্রুদের অপদস্থ করুন।

হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই যে দাওলাতুল ইসলামের এমন কিছু এলাকা দখল করে যেখানে পূর্বে আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা শাসন হত, সেখানে প্রচলিত ছিল কাফির বাথ পার্টির আইন, এরপর কাবায়েলী (গোত্রীয়) আইন ও তাদের কলুষিত সংশয় ও মিথ্যে দাবী দ্বারা। পরবর্তীতে এসব এলাকা শরীয়াহ'র কর্তৃত্বাধীন হয় এবং এর মাধ্যমে বন্ধুর আগে শত্রু নিশ্চিত হয়। দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে তা "তড়িঘড়ি" করে শরীয়াহ আইন কার্যকর করেছে, "ধাপে ধাপে কাজ করার পরিবেশ নষ্ট করছে", "মাসলা-মাসায়েল এর তোয়াক্কা না করা" এবং "ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়নের প্রতি অনীহা প্রকাশ করছে"।

নিঃসন্দেহে সাহওয়াহ জোটের অধীনস্থ ভূখণ্ডগুলো আল্লাহর নাযিল কৃত বিধান দ্বারা পরিচালিত হয়না এবং তার মধ্যে "সর্বোত্তম" স্থানগুলো হচ্ছে যেখানে "শরীয়াহ কমিটি" নামে বিভ্রান্তিমূলক কিছু কমিটি রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে যা ফিতানাহ গ্রস্থ এবং তাদের নিজেদের আইনের মধ্যে সঙ্কলিত কিছু সংখ্যক শরীয়াহ আইন ব্যতীত অন্যান্য শরীয়াহ আইন দ্বারা শাসন করেনা, যেমন, "সমন্বিত আরব আইন", যা কিছু বিরোধী দল সমূহ দ্বারা আহুত অথবা যেসব আইন সাহওয়াত জোটকেও বিরক্ত করেনা আবার পারতপক্ষে "জনসাধারণ" কেও খুশি রাখে, অনুরূপ অবস্থা কমিটিগুলোর তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে উপহাসকারী বা সালাত ত্যাগকারী মুরতাদ ব্যক্তিদের উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠা করে না। তারা সীমালঙ্ঘনকারী গুনাহগার যেমন চোর বা যিনাকারীর উপরও হাদ্দ প্রতিষ্ঠা করেনা এবং তারা শরীয়াহ হাদ্দকে প্রতিস্থাপন করে তা'যির (সেসব পাপকাজের জন্য তিরস্কার করা হয় এবং এর ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন হাদ্দ নেই) দিয়ে। এদের কর্তৃত্ব শুধু মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং এক্ষেত্রেও সবলরা দুর্বলদের ওপর প্রাধান্য পায়।

প্রত্যেক দলেরই নিজস্ব সংশয় ও দাবি রয়েছে। এদের মধ্যে কিছু দলের বক্তব্য হল, শরীয়াহ আইন প্রতিষ্ঠা করা মানে শামের বিরুদ্ধে শত্রুদের খেপানো এবং তারা এই প্রতিকূলতাকে ভয় করে। অন্যান্য কিছু দল বলে, বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা না করাই উত্তম কারণ এর ফলে সুফলের চেয়ে কুফলই বেশি! তবুও আবার কিছু দল মিথ্যে দাবি করে "সিয়া'সাহ শারীয়াহ" এর ব্যানারে মূর্খ রাজনীতির প্রতি আহ্বান করে। আবার এদের মধ্যে কিছু আছে

আল কায়দার মিত্র "ফাইলাক আশ-শাম" ইদলিবে তাদের জাতীয়তাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ পতাকা উড়াচ্ছে

যারা শরীয়াহকে আবদ্ধ করেছে তাদের দলনেতাদের সাথে বোঝাপড়া করে অথবা যাদের উপর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে সেই স্থানীয় জনগণের সাথে আলোচনা ও তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। কিছু দল শরীয়াহকে প্রত্যাখ্যান করে আর অধিকাংশই ধর্মনিরপেক্ষ, সংস্কারকারী বা ইখওয়ানীদের পছন্দ করে। তাদের মধ্যে কিছু আছে যারা শরীয়াহকে অবজ্ঞা করে। তারা যাকাত ও জিযিয়া সংগ্রহ করাকে অবিহিত করে "কর" বলে, মুশরিক নারীদের ক্রীতদাসী ও উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করাকে বলে "ব্যভিচার", হুদুদ প্রতিষ্ঠা হল "বোকামি", তাগুদ ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে প্রকাট্য শত্রুতাকে বলে "বুদ্ধিভ্রষ্টতা" এবং মুরতাদদের ওপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠা করাকে বলে "অপরাধ"। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, "স্বাধীন এলাকাগুলো" হচ্ছে দারুল হারব এবং যুদ্ধ শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত নাকি

শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি নেই। অতএব, তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে এবং আমাদেরকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবিহিত করার দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিয়েছে...

ইবন কুদামাহ বলেন, “যখন কোন স্থানের অধিবাসীরা স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং তাদের আইন প্রতিষ্ঠা করে, তাদের ভূমি দারুল হারব এ পরিণত হয়” [আল-মুগনি]। আল-মারদায়ি বলেন, “দার আল-হারব হল যেখানে কুফফারদের আইন প্রবল হয়” [আল-ইনসাফ]। অতঃপর, তারা তখনই বিপথগামী হয়েছে যখন তারা দলীয় উদ্দেশ্যের সাথে মানানসই করার জন্য দার আল-হারব এর অর্থ বিকৃত করেছে। পারতপক্ষে, আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার বাধ্যবাধকতাকে প্রতিরোধ করার কারণে তাদের কর্তৃত্বাধীন এলাকাগুলো সত্যিকার অর্থে দারুল ইসলামের বদলে দারুল হারবে পরিণত হয়েছে! প্রকৃতপক্ষে, “স্বাধীন এলাকাগুলো”র পাশাপাশি সীমান্তবর্তী ফাঁড়ি গুলোতেও হুদুদ প্রতিষ্ঠা করা বাধ্যতামূলক! ইবন কুদামাহ বলেন, “সীমান্ত ফাঁড়ি গুলোতে হুদুদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে কারণ সেই অঞ্চলগুলোও ইসলামের ভূমির অন্তর্ভুক্ত এবং এই ব্যাপারে কোন মতভেদ কখনও শোনা যায়নি। শত্রুদের প্রতিরোধ করা যেভাবে প্রয়োজন, ঠিক সেভাবে মানুষকে পাপকাজ থেকে নিবৃত করাও প্রয়োজন। শামের আবু ‘উবাইদাহ কে ‘উমার একটা চিঠি লিখেছিলেন যারা মদ্যপান করে তাদের ৮০ দোররা চাবুক মারার জন্য এবং এটা ছিল সীমান্তবর্তী ফাঁড়িগুলোতে” [আল-মুগনি]।

আর-রাক্কাহ, আল-খায়ের ও আল-বারাকাহ উলাইয়াত থেকে সাহওয়াত জোটকে বহিষ্কার করার পর দাওলাতুল ইসলাম সাহওয়াহ জোটের অধীনস্থ ভূমিগুলোর দিকে আর অগ্রসর হয়নি কারণ সেই সময় দাওলাহ'র মুজাহিদিন ইরাক ও শামের রাফীদা, নুসাইরিয়্যাহ ও নাস্তিকদের সাথে তীব্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এ কারণে দাওলাহ সাহওয়াত জোটকে আর মাড়াতে যায়নি যে অবধি না, সাহওয়াত জোট দাওলাহ'র বিরুদ্ধে একত্রে যুদ্ধ করার নিমিত্তে বিরোধী দলগুলোর সাথে আঁতাত করে এই ভেবে যে, দাওলাহ ক্রুসেডার ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল তাই দাওলাহ দুর্বল অবস্থানে আছে। দাওলাহ এদের দিকে সে পর্যন্ত অগ্রসর হয়নি যখন তাওয়াগ্বীতরা নিজের মুখে উচ্চারণ করে ও তাদের বক্তব্যের সুরে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, তারা শামের ভূমিতে বিভ্রান্তির “ঝড়” তোলার ষড়যন্ত্র করেছে যাতে দাওলাহ'র বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় এবং সাহওয়াহ জোট শক্তিশালী হয়। তারা “জেইশ আল-ফাতহ” (বিজয়ের সেনাবাহিনী) এর প্রতি তাদের সমর্থন ঘোষণা করে। (জাওলানি তার সাক্ষাৎকারে সাক্ষ্য দেয় যে “জেইশ আল-ফাতহ” এ তার মিত্রদের প্রতি তাগ্বুতদের শর্তাধীন সমর্থন রয়েছে এবং এই বিষয়টি তার মিত্র দল “ফাইলাক আশ-শাম” এর বিবৃতিতে আল-সালুল এর তাগ্বুতের প্রতি সমর্থন জানানোর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়।)

“ফাইলাক আশ শাম” এবং ইদলিব মুক্ত করনে জাওলানি ফ্রন্টের অন্যান্য মিত্ররা নিজেদের নামে একটি জাতিয়তাবাদী বিবৃতি প্রদান করে

উলাইয়াত হালাবের উত্তর পল্লী-এলাকায় দাওলাতুল ইসলামের সাথে সাহওয়াত জোটের যুদ্ধ শুরুর পর ঠগ “তাত্ত্বিক”রা অনেক ফতোয়া দিতে থাকে; এরা হল তারা, যারা জিহাদে অংশ না নিয়ে মহিলাদের সাথে পিছনে বসে থাকে এবং মুরজি’আহ দলের চরমপন্থীরা এবং তাওয়াগ্বীতের মধ্যকার তাদের “বিদ্বান” ভাইরা(!) তারা দাওলাতুল ইসলামকে বিতর্কিত করে, একে বিদআতি অবিহিত করে এবং এর মুজাহিদিন ও কমান্ডারদের খাওয়ারিজ বলে অভিযোগ করে যে, তারা নাকি মুসলিম জনসাধারণের বিরুদ্ধে তরবারি ধরেছে। যেহেতু তারা খিলাফাহ'র উদ্যোগ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করেছে এবং এমনকি শারীয়াহ বাস্তবায়নের বিরোধিতা করেছে, তাই দাওলাতুল ইসলাম সাহওয়াহ জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য কিছু করেনি। আর মুসলিম জনসাধারণকে নিপীড়ন করা তো অনেক দূরের কথা, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে একজন মুসলিম কেও হত্যা করা হয়নি!

বিষয়টি পরিষ্কার করা প্রয়োজন এবং দাওলাহ'র মুয়াহহিদীন মুজাহিদদের জানা উচিত, কাদের বিরুদ্ধে ও কেন তারা যুদ্ধ করছে এবং অনুরূপভাবে শত্রুপক্ষরও জানা প্রয়োজন যে, কেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে ও হত্যা করা হচ্ছে, ফলশ্রুতিতে যদি তাদের মধ্যে অজ্ঞ বিপথগামী কেউ জেগে উঠে ও নিজের কৃতকর্মের জন্য তাওবাহ করে, অতঃপর আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল-জামাআহ মানহায অনুযায়ী সাহওয়াহ জোটের অবস্থান স্পষ্ট করা জরুরি, যে মানহাযকে দাওলাতুল ইসলামের নেতারা আঁকড়ে ধরে।

শিরকের চিহ্নবাহী আদিম সম্প্রদায় সমূহের মূর্তি সমূহ ধ্বংস করা হচ্ছে

যাকাতের হকদারদের মধ্যে বণ্টনের উদ্দেশ্যে মুসলিমদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে
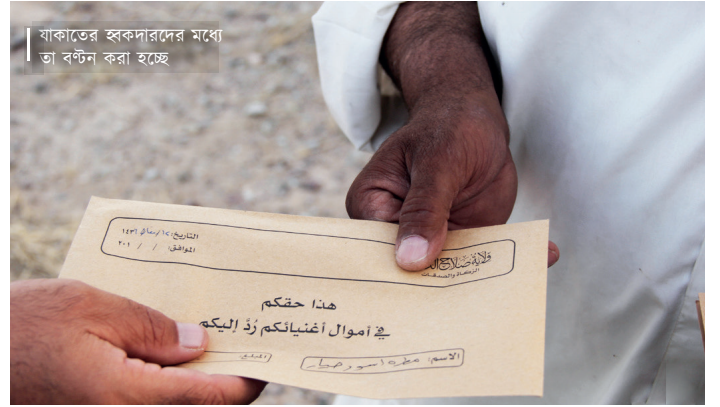
যাকাতের হকদারদের মধ্যে তা বণ্টন করা হচ্ছে

এখন আমরা ফিরে যাচ্ছি দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্রের দেয়া সর্বশেষ বিবৃতিতে, “হে আমাদের সম্প্রদায়, আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিন,” “যদি আপনারা এই ভূখণ্ডের এক হাত, একটি গ্রাম অথবা একটি শহরও দখল করতে পারেন, তাহলে সেই স্থানে আল্লাহর আইন প্রতিস্থাপিত হবে মানবরচিত আইনের দ্বারা। অতএব নিজেকে প্রশ্ন করুন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর আইনকে মানবরচিত আইন দ্বারা প্রতিস্থাপন করে অথবা এর পেছনে ভূমিকা রাখে, তাহলে সেই ব্যক্তির প্রতি হুকুম কি হবে?’ হ্যাঁ, এর মাধ্যমে আপনি একজন কাফির হয়ে যাবেন। সুতরাং সতর্ক হন, দাওলাতুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে আপনি কুফরিতে পতিত হবেন, যদিও তা আপনি উপলব্ধি করতে পারেন অথবা না পারেন।”

শায়খ (হাফিজাহুল্লাহ) ব্যাখ্যা করছেন যে, পৃথিবীর কোন স্থানে আল্লাহর শারীয়াহ'র পরিবর্তে মানবরচিত আইন প্রণয়ন করা বা এর পেছনে ভূমিকা রাখা- তাদেরকে সমর্থন করা যারা শরীয়াহ'র প্রতিষ্ঠাকারী দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে- এর অর্থ কুফরি করা যা এর অপরাধীকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় এবং এই ব্যাপারে কোন মুসলিমের কোন দ্বিমত থাকা উচিত নয়। ভিন্ন ভিন্ন ব্যানার, লক্ষ্য ও অজুহাত ব্যতিরেকে সাহওয়াত জোটে অংশগ্রহণকারীরা প্রকৃতপক্ষে এমন রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করছে, যারা আল্লাহর শরীয়াহ কায়েম করে এবং এর বাস্তবায়নের প্রতি অটল। অপরদিকে সাহওয়াত জোট শরীয়াহ আইনকে প্রতিস্থাপন করেছে মানবরচিত আইন দ্বারা। ইসলামের উপর থাকার এই বাহ্যিক দাবি এবং শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার কথিত উদ্দেশ্য থাকলেও (জাওলানি ফ্রন্ট ও জোটের অন্যান্য দলগুলোর এরূপ অবস্থা) এই বিধানের ব্যতিক্রম হবে না। যদিও তারা দাবি করে যে যুদ্ধ শেষে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করার পর ভবিষ্যতে শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে, বাস্তবে তারা নিজেদের কৃতকর্ম ও বিবৃতিগুলোর মাধ্যমে যে প্রমাণ দিয়েছে তা তাদের দাবীর সাথে সাদৃশ্য নয়। কিছু এলাকাতে তাদের কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তারা শরীয়াহ'র অধিকাংশ বিধান দ্বারা শাসন করছে না (যেমন মুরতাদদের তওবা করানো, হুদুদ প্রতিষ্ঠা, জিযিয়া আরোপ করা, যাকাত সংগ্রহ করা, হিসবাহ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি)। আর যদি তারা তা “প্রয়োগ” করে(ও) তবে তা আংশিকভাবে এবং দুর্বলদের উপর, সবলদের উপর নয়। অধিকন্তু, সাহওয়াত জোটের ক্ষমতাসীনরা শারীয়াহ'র দাবীদার নয়, আর তাই বিরোধী দলগুলোর সাথে মিত্রতা করে ও তাদের সাথে একত্রে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠিত শারীয়াহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে একে প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং তা হলো কুফরি ও ধর্মত্যাগের নামান্তর!

যদি এরকম কোন দলের অস্তিত্ব থাকতো যারা শরীয়াহ ও এর আইন দারা পরিচালিত, সাহওয়াত জোটের বাইরে, এর থেকে পৃথক, একে অস্বীকার করে, এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করে, এদের সহায়তা করেনা, এদের পক্ষে যুদ্ধ করেনা, এদের পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত না, এদের ফ্রন্ট লাইনগুলোতে প্রতিরক্ষা

করেনা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে এদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেনা, বরং দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই দাবিতে যে দাওলাতুল ইসলাম অত্যাচারী রাষ্ট্র; তাহলে সেই দলের উপর হুকুম হত মুসলিম বিদ্রোহীদের ন্যায়। কিন্তু এটি একটি প্রকল্পিত অবস্থা, শামে যার অস্তিত্ব নেই।

এই “জেইশ আল-ফাতহ” দলটি নবনির্মিত, যাকে কাতার, তুরস্ক ও আল-সালুল এর তাওয়াগ্বীতরা সমর্থন দিয়েছে এবং সম্প্রতি তারা উলাইয়াত আল-ইদলিব এর কিছু এলাকা দখল করেছে, তারা কি সেখানে শরীয়াহ দ্বারা শাসন করে? নাকি তারা বহু শরীয়াহ'র বিধান যেমন, জিযিয়া আরোপ, হুদুদ প্রতিষ্ঠা ও দ্রুযদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া যদি তারা তওবা করে দ্বীনে ফিরে না আসে, এগুলোর প্রতি বিরোধিতার ব্যাপারে ক্ষান্ত দেয়নি? এছাড়াও, যারা নিজেদের ভূমিতে জাহিলিয়াতের পতাকা উত্তোলন করে, তাদের ব্যাপারে বিধান কি? “বিপ্লবী” বিরোধীদল, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের প্রতি বিধান কি? যদি তারা ধর্মত্যাগী হতে তাওবাহ না করে তাদের কে কি মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়? নাকি “বিপ্লব” ও “বিপ্লবীদের” স্বার্থ, তাওহীদ ও জিহাদের পূর্বে অগ্রাধিকার পায়? অতএব, ধর্মনিরপেক্ষদের হত্যা করা হয়না বরং শুধু “খারিজি” দের হত্যা করা হয়? উলাইয়াত ইদলিবের গ্রামগুলোর অবস্থা সেরকমই, জাওলানি ফ্রন্ট যেসব দখল করেছে ধর্মত্যাগী “হারাকাত হাযম” ও “জাবহাত সুয়ার সুরিয়া” এর সাথে যুদ্ধের পর।

বাস্তবতা হল, দুটি উলাইয়াত ইদলিব ও হালাব (যেসব এলাকা সাহওয়াত জোটের দখলে) অসভ্যতার জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, যা ঐ দলগুলোর আইন দ্বারা পরিচালিত। প্রতিটা দলের নিজস্ব কমিটি রয়েছে এবং তাদের মতে এই কমিটিগুলোর মধ্যে কিছু আছে “শার’ই”, যদিও এগুলো স্পষ্ট ফিতনায় জড়িত। যদি তারা কিছু ব্যাপারে “শরীয়াহ” দ্বারা বিচার করতে চায়ও, তা সত্ত্বেও বহু সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট আইন তাদের “শরীয়াহ'র” বাইরেই থেকে যায়। এই ব্যাপারগুলো প্রায় সবারই জানা এবং পরবর্তীতে ক্রুসেডারদের দ্বারা এই “প্র্যাগম্যাটিযম” প্রশংসিত হয়- তাদের দাবী অনুযায়ী- এই কমিটি ও দলগুলো থেকে।[২]

যদিও তাদের মধ্যে কিছু লোক “শার’ই কমিটি” তে জড়ো হয়, তারা এর কর্তৃত্ব আহরার আশ-শাম, “জেইশ আল-ইসলাম”, ফাইলাক আশ-শাম, সিরিয়ার “পণ্ডিতদের”, ইখওয়ান এর বিচারকদের ও “বাথিস্ট আমলের পলাতক” বিচারকদের মধ্যে ভাগ করে দেয় কোনরকম শরীয়াহ তাওবাহ ছাড়াই, ফলে এদের মধ্যে রয়েছে সুরুরী, জামী, সূফী, ক্কুবুরী, আশ’আরি, জাহমী, আধুনিকতাবাদী ও বাথিস্ট![৩] যদি এরা একত্রিত হয়, তাহলে কি এরা শরীয়াহ অনুযায়ী বিচার করবে? নাকি প্রতিটা দল সেসব আইনের বিরোধিতা করে যেগুলো অভিযুক্ত হয়েছে জনসাধারণের কল্যাণের বিপরীতে ও বৃহত্তর ক্ষতির পক্ষে?

উল্লেখিতদের মধ্যে কেউ কেউ আবার বিচারক পদে নিযুক্ত হবার আগেই ধর্মত্যাগী হয়েছে, যেমন যারা শিরকি গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অংশ নেয়ার অনুমতি

২ প্র্যাগমেটিজম হল "বাস্তব-বাদিতা" এবং "ছল-ছাতুরী" এর একটি সম্মিলিত অবস্থা। এটা এমন যেন, যেমনটি তারা দাবি করে, ফলাফল কর্মপদ্ধতিকে সত্যায়িত করে এবং তারা শারীয়াহ'র কিছু বিধান পরিত্যাগ করে, এই অজুহাতে যে তা গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়িত করা হল বাস্তবতা বিরোধী।

৩ সুরুরী হল "সালাফী" ইখওয়ানী (তাদের উদাহরণ হল, বাংলাদেশের তথাকথিত জামা'আতে ইসলামী- যারা ইসলামের ধারে কাছেও নেই।), জামী হল সাউদী-পন্থী "সালাফী"। ক্কুবুরী হল যারা কবর পূজা করে। আশ'আরী এবং জাহমী হল সেই সকল দল যারা আল্লাহর বিভিন্ন সিফাতকে অস্বীকার করে এবং তাদের মারাত্মক সব গোমরাহীর সাথে সাথে "ইরজা" এর আক্বিদাহ পোষণ করে।

একটি তথাকথিত “শার’ই” কমিটি, যারা শারীয়াহ বা হুদুদ কিছুই প্রতিষ্ঠা করে না

দিয়েছে অথবা যারা অনুপস্থিত বা মৃতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, অথবা যারা আরব ও অনারব তাওয়াগ্বীত ও ক্রুসেডারদের কাছের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে অথবা যারা শরীয়াহ'র কিছু সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আইনকে অস্বীকার করে... আর যদি এই "স্বতন্ত্র কমিটিগুলো" বিচার করে যে তাদের মধ্যে যেকোনো একটি দলকে অবশ্যই নির্ধারিত আইনের আনুগত্য করতে হবে অথবা এরূপ আহ্বান জানায় তাহলে দেখা যাবে প্রত্যেকটি দলই কোন অজুহাত দাঁড় করাবে বা অব্যাহতি চাইবে নিজেদের জন্য... তাছাড়াও, প্রতিটা এলাকাতে পরস্পর বিরোধী কমিটি রয়েছে, যারা একে অপরের বিচারের রায় কে ছুঁড়ে মারে।

উলাইয়াত আর-রাক্কাহতে জিযিয়া প্রদানকারী একদল খ্রিস্টান, যেমনটা দেখা যায় "হাত্তা তা'তিয়াহুমল বাইয়্যিনাহ" ভিডিওতে

বস্তুতপক্ষে, সাহওয়াত জোট দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করে ইতঃপূর্বে প্রতিষ্ঠিত শরীয়াহকে উচ্ছেদ করে এবং এর এলাকাগুলো হতে শরীয়াহকে নির্মূল করে। অন্যান্য শহর ও গ্রামের পাশাপাশি আদ-দানা ও ই'জায শহর এর সাক্ষ্য বহন করে। এক বছরেরও বেশি সময় পূর্বে যখন সাহওয়াত জোট দাওলাতুল ইসলামকে এলাকা সমূহ থেকে বের করে দেয়, এরপর তারা ঐসব স্থানে শরীয়াহ'র বাস্তবায়ন করেনি আর যদি কিছুটা করেও থাকে, তারপরও অধিকাংশই পরিত্যাগ করেছে।

সাহওয়াত জোট তাদের অধীনে গ্রামগুলোর মধ্যে একটি গ্রামকেও শরীয়াহ অনুযায়ী শাসন করেনি। বরঞ্চ তাদের এলাকাগুলোতে ফিতনা ছিল সুস্পষ্ট, যে ফিতনা সম্পর্কে আল্লাহ (জাল্লা ওয়া আ'লা) বলেন, {আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা জালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)} [আল-বাকারাহঃ ১৯৩] {আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।} [আল-আনফালঃ ৩৯]

সুলায়মান আল আশ-শায়খ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "শায়খুল-ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সম্পর্কে, যারা দাবী করেছিল যে তারা শাহাদাতাইন (ইসলামের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান) এর প্রতি অনুগত ও ইসলামের বুনিয়াদকে অনুসরণ করে, তিনি বলেন, 'প্রতিটি দল যারা ইসলামের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আইনগুলোর বিরোধিতা করে এদের বা অন্যদের মধ্য থেকে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা শরীয়াহ'র আইন মেনে না নেয়, যদিও তারা শাহাদাতাইন উচ্চারণ করে ও এর কিছু আইন অনুসরণ করে, যেমন আবু বকর ও সাহাবীগণ যারা যাকাত এর বিরুদ্ধে ছিল তাদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। তাদের পরবর্তী ফুকাহাগণও এই ব্যাপারে সম্মত হয়েছেন। এরপর তিনি বলেন, 'সুতরাং যেকোনো প্রতিরোধক দল যে বাধ্যতামূলক সালাত, সাওম, হাজ্জ এ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অথবা রক্তপাত ঘটানো, সম্পদ লুট, মদ, জুয়া, অজাচার এর উপর নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে অথবা কুফফারদের বিরুদ্ধে জিহাদের কর্তব্যে বা আহলুল-কিতাবের লোকদের অপর জিযিয়া আরোপে বাধা দেয় ["মামজু আল- ফাতাওয়া" তে তার অন্য আরেক ফতোয়ায় তিনি যোগ করেন, "অথবা ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধাজ্ঞা প্রদানে বাধা দেয়"] অথবা দ্বীনের অন্যান্য বাধ্যতামূলক কর্তব্য এবং নিষেধাজ্ঞা কায়েমের বিরোধিতা করে, সেসব বিধান যার ব্যাপারে কারও কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়, এমনকি যদি তারা অজ্ঞ হয় এবং একে অস্বীকার করার মাধ্যমে সেই ব্যক্তি কুফরিতে লিপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে প্রতিরোধক দলটির বিরুদ্ধে এই

উলাইয়াত আর-রাক্কাহতে এক আহলুদ-দিম্মা, যেমনটা দেখা যায় "হাত্তা তা'তিয়াহুমল বাইয়্যিনাহ" ভিডিওতে

বিধানগুলোর জন্য লড়াই করতে হবে যদিও তারা একে স্বীকার করে। এই বিষয়ে আমার জানা মতে বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই।’ তিনি বলেন, ‘এই বিষয়টি- অতি বিচক্ষণ আলেমগণের মত অনুযায়ী- বুগ্বাত (রাষ্ট্রদ্রোহী) এর সমকক্ষ নয়। বরং, এরা তাদের সমকক্ষ যারা যাকাতের বিরোধিতা করে ইসলাম থেকে বহিষ্কার হয়ে গেছে।’ ... সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি দ্বীনের সকল আইনের আনুগত্য করে কিন্তু জুয়া, সুদ বা ব্যভিচারের নিষেধাজ্ঞার প্রতি জোরপূর্বক বিরোধিতা করে তাহলে সে কাফিরে পরিণত হয় যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক, তাহলে সেক্ষেত্রে তার অবস্থা কি, যে আল্লাহর সাথে শিরক করে এবং যখন তাকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি আন্তরিকভাবে আহ্বান করা হয় নিবেদিত হওয়ার এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছু যাদের ইবাদত করা হয় তাদের প্রতি বারা’আহ (বিদ্বেষ) ও কুফর (অস্বীকৃতি) ঘোষণা করার, তথাপি সে ঔধত্যপূর্ণ ভাবে তা অগ্রাহ্য করে তাহলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত” [তাইসির আল-‘আযিয আল-হামিদ]।

তার পিতা, শায়খ ‘আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন ‘আবদিল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ) শায়খুল-ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) এর তাতারদের সম্পর্কে এই ফতোয়ার উপর মন্তব্য করেন, “আল্লাহ আপনার উপর রহমত বর্ষিত করুন, উক্ত ফতোয়ায় ইমামের ব্যাখ্যাটি বিবেচনা করুন, যে বা যারা জোরালোভাবে ইসলামের আইনগুলোর মধ্যে একটি আইনেরও বিরোধিতা করে, যেমন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, সাওম, যাকাত বা হজ্জ, অথবা যেসব বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যেমন ব্যভিচার, হত্যা, চুরি ও লুটপাট, মদ বা মাদকদ্রব্য ইত্যাদি বর্জনে জোরপূর্বক বাধা দান করে, তাহলে সেই দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক যতক্ষণ না পর্যন্ত দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হয় এবং তারা ইসলামের সব বিধি-বিধান মেনে চলে, যদিও তারা শাহাদাহ উচ্চারণ করে এবং ইসলামের কিছু বিধানের উপর অবস্থান করে। এই বিষয়ে সাহাবীগণ ও তাদের পরবর্তীগণ থেকে শুরু করে সকল আলেমগণ একমত প্রকাশ করেছেন, যেহেতু এটি কুরআন ও সুন্নাহ এর সাথে সংগতিপূর্ণ। সুতরাং, এই বিষয়টি পরিষ্কার যে ইসলামের প্রতি নিছক আনুগত্য করেও এর কিছু বিধানের প্রতি বিরোধিতা করলে যুদ্ধ থেকে পার পাওয়া যাবেনা এবং তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে তাদের কুফরি ও ধর্মত্যাগের কারণে যা ইমাম তার ফতোয়ার শেষ অংশে বলেছেন” [আল-কালিমাত আন-নাফি’আহ]

শায়খুল-ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে বলেন, “কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে বলেন, {আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।} [আল-আনফালঃ ৩৯] সুতরাং, যদি দ্বীনের কিছু অংশ হয় আল্লাহর জন্য আর কিছু অংশ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাহলে যতক্ষণ না দ্বীন শুধুমাত্র আল্লাহর অভিমুখী হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা আবশ্যক। তিনি বলেন, {কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।} [আত-তাওবাহঃ ৫] তিনি তাদেরকে ছেড়ে দেবার হুকুম দেননি এই ব্যতীত যে তারা সকল প্রকার কুফরি থেকে তওবা করবে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করবে ও যাকাত প্রদান করবে। তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, {হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।} [আল-বাকারাহঃ ২৭৮-২৭৯] তিনি আমাদের জানিয়েছেন যে, বিরোধী দলটি যদি[৪] সুদ থেকে নিবৃত না হয় তাহলে সেটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ সর্বশেষ যে বিষয়টির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন সেটি হল সুদ, আর তাই এর পূর্বে যেসব বিষয়ে নিষেধ করা হয়েছে তা আরও বেশি নিশ্চিত। তিনি বলেন, {যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত পা সমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।} [আল-মায়দাহঃ ৩৩] অতএব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু[৫] আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্যের জোরপূর্বক বিরোধিতা করে সে যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল এবং যেকেউ পৃথিবীতে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ ব্যতীত অন্য কিছুর বাস্তবায়ন করল, সে পৃথিবীতে দুর্নীতি বিস্তারের জন্য সংগ্রাম করলো”। [মাজমু’ আল-ফাতাওয়া]

---

৪ শায়খুল-ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, "এই আয়াত আত-তায়েফ এর লোকদের ব্যাপারে নাজিল হয়, যখন তারা ইসলামে প্রবেশ করে, সালাত এবং সিয়াম গ্রহণের মাধ্যমে, কিন্তু তারা সুদ ভিত্তিক ব্যবসা ত্যাগের বিরোধীতা করে। অতঃপর, আল্লাহ বিষয়টা পরিষ্কার করেন যে, যদি তারা সুদ ত্যাগ না করে তার মানে তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। সুদ হচ্ছে সর্বশেষ জিনিস যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং এটি হচ্ছে সে সম্পদ যা এর মালিকের সম্মতিতেই আদায় করা হয়। অর্থাৎ শুধু এই কারণে যদি তারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয হয়ে যায়, তাহলে যারা ইসলামের অনেক বিধান পরিত্যাগ করে অথবা অধিকাংশই পরিত্যাগ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করা কতটুকু জরুরি হবে।" [মাজমু' আল-ফাতওয়া]

৫ শায়খুল-ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ বলেন, "বর্ণিত আছে যে, এই আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ হল 'উরাইনাহ গোত্র, যারা ধর্মত্যাগ করেছিল, হত্যা করেছিল এবং সম্পদ হরণ করেছিল । [আনাস হতে সহিহ সনদ সহকারে আবু দাউদ কর্তৃক বর্ণিত।] আরও বর্ণিত আছে যে এর কারণ ছিল কিছু চুক্তি বদ্ধ লোক যারা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং যুদ্ধ করেছিল। আরেটি বর্ণনায় আছে, তা মুশরিকদের ব্যাপারে। সেহেতু তা মুরতাদদের, চুক্তি ভঙ্গকারীদের এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে নাজিল হয়েছে। অধিকাংশ সালাফগণ এবং তাদের পরবর্তীদের মত অনুসারে তা মুসলিমদের মধ্য থেকে মহাসড়কে ডাকাতিকারী ডাকাতদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। এই আয়াত এই সকল বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে।" [মাজমু' আল-ফাতওয়া]

এবং এদের মধ্যে আছে জাওলানি ফ্রন্ট ও সমমনা দলগুলো যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে এই বলে যে সাহওয়াতরা জিহাদপন্থী। লোকেরা তাদেরকে সাহওয়াত জোটের মধ্যে "সর্বাধিক ইসলামপন্থী" দলসমূহ বলে ধারণা করেছিল। তাদের প্রতি প্রশ্ন, যে ব্যক্তি নিজে স্বীকার করে যে সে বর্তমানে শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালনা করছেনা এবং "স্বাধীন ভূমিগুলো"তে নাসারাদের উপর জিযিয়া আরোপ করছে না যদিও তার সেই ক্ষমতা আছে, তাহলে কি সে শরীয়াহ দ্বারা শাসন করছে?

জাওলানি বলেছে, "বর্তমানে নাসারাদের পরিস্থিতি এই যে, যারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করছিনা, আর নাসারারা আমাদের সাথে বর্তমানে যুদ্ধরত নয়। যদি আমরা ঐ অঞ্চলে ইসলামের বিধান কায়েম করি, তাহলে তারা আমাদের কাছে যে ইসলামিক পন্থা রয়েছে সেই বিধানের প্রতি আনুগত্য করবে। তদুপরি, জিযিয়া প্রদানের সম্পর্কে, যে তা প্রদান করার সামর্থ্য রাখবে সে প্রদান করবে আর যার সামর্থ্য থাকবেনা সে প্রদান করবেনা ... এই মুহূর্তে আমরা তাদের উপর কোন কিছু আরোপ করছিনা ... নাসারাদের সাথে এই মুহূর্তে আমাদের কোন যুদ্ধ নেই। আমেরিকা যা করছে তার জন্য আমরা নাসারাদের দায়ী করছিনা অথবা কপটিক নাসারারা মিশরে যা করছে তার বদলেও আমরা এদের দায়ী করছিনা "। [আল-জাজিরাহ বিলা হুদুদ -পর্ব ১]

যদি যারা আহলুল কিতাবের উপরে জিযিয়া আরোপ করা হতে বিরত থাকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক হয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে বিধান কি হতে পারে যারা দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে – যারা একাই শামের মাটিতে আহলুল-কিতাবের উপর জিযিয়া আরোপ করেছে- এবং দাওলাতুল ইসলামের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কিছু এলাকা হতে পবিত্র বিধান রদ করেছে, তাছাড়াও যেসব বিধান জাওলানি ও তার মিত্ররা বাস্তবায়ন করেনি?

অধিকন্তু, "ফ্রি সিরিয়ান আর্মি", "শামীয়্যাহ ফ্রন্ট", "ফাইলাক আশ-শাম", "জেইশ আল-ইসলাম", "জাওলানি ফ্রন্ট"[৬] সাহওয়াত জোটের অন্তর্ভুক্ত এবং এদের মধ্যে রয়েছে জাতীয়তাবাদী, গণতন্ত্রের প্রবক্তা, সুরুরিয়াহ, আল-সালুল এর প্রতিনিধি, এবং "জনমত ভিত্তিক জিহাদ" এর প্রবর্তক। এরা কি কখনওশরীয়াহ দ্বারা শাসন করার পক্ষে থাকবে? এবং যদি তারা দাওলাতুল ইসলামের বিপক্ষে একটি জোট গঠন করে তাহলে যারা শারীয়াহ'র দাবীদার, তাদের কি অনুমতি আছে এই জোটে যোগ দেয়ার ও দাওলাহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করার? যদি এই জোটের ক্ষমতাসীনদের উদ্দেশ্য আল্লাহর শরীয়াহ ব্যতীত অন্য কিছু হয়- যা প্রকৃতপক্ষে বাস্তবতা- তাদের কার্যকলাপে কি মনে হয় যে তারা কুফফারদের কাছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে নিছক সহযোগিতা কামনা করছে, যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা, নাকি তাদের কার্যকলাপ এটা প্রমাণ করে যে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদের সাহায্য করছে, যা চূড়ান্ত ধর্মত্যাগ! এবং যারা এক কুফফারের নিকট আরেক কুফফারের বিপক্ষে (মুসলিমদের বিপক্ষে নয়) সাহায্যের অনুরোধ করার জন্য অনুমতি প্রদান করে শর্তের বিশাল তালিকা তৈরি করে, যার কোনটাই শারীয়াহ'র দাবীদাররা ধর্মত্যাগী দলগুলোর মধ্যে তাদের মিত্রদের সাথে দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কার্যকলাপে মেনে চলেনি।

বাস্তবে তাদের কাজের ধরন এরূপ যে আসলে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফফারদের সহযোগিতা করছে। দাওলাতুল ইসলামের কাছ থেকে তারা যেসব ভূখণ্ড দখল করেছে সেগুলোই তার প্রমাণ, দ্বীন সেখানে আল্লাহর অভিমুখী নয়, আর যদিও কিছুটা হয় আল্লাহর জন্য, অধিকাংশই হয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য- যেমন অভিলাষ, মতামত, ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, মানবরচিত আইন ও দলাদলি।

শায়খ 'আব্দুল লতিফ ইবন 'আব্দির-রাহমান ইবন হাসান ইবন মোহাম্মাদ ইবন 'আব্দুল ওয়াহহাব (রাহিমাহুল্লাহ), তাদের যুক্তি খণ্ডন করে বলেন, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুরতাদদের সাহায্য করার ব্যাপারে এই মর্মে অনুমতি প্রদান করে যে তারা শুধুই সাহায্যপ্রার্থী, "তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার প্রতি আপনাদের অনুমোদন প্রদান প্রসঙ্গে বলি, উক্ত বিষয়ের উপর বিতর্ক করছি না, বরং বিষয়টি হল তাদের সাথে মিত্রতা করা ও তাদেরকে এখানে নিয়ে আসা, এবং তাদেরকে ইসলামের ভূমির উপর কর্তৃত্ব দেয়া যেখানে তারা ইসলামের ধর্মীয় আচার, বিধিবিধান, মৌলিক ভিত্তি ও এর শাখাপ্রশাখাকে উচ্ছেদ করেছে এবং তাদের নেতাদের সাথে আছে মানবরচিত আইনের তালিকা ও তাগ্বুত, যা দিয়ে তারা মানুষের রক্ত, সম্পদ ও অন্যান্য বিষয় বিচার করে, সেসব আইন শার'ই দলিল সমূহের বিপরীত ও বিপক্ষে। যদি কোন বিষয়ে বিচার করতে হয় তাহলে তারা তা খতিয়ে দেখে ও মানবরচিত আইন দ্বারা বিচার করে, আল্লাহর কিতাবকে পিছনে ছুঁড়ে ফেলে।"

"তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার বিষয়টিতে [অর্থাৎ অন্য কুফফারদের বিরুদ্ধে] মতভেদ রয়েছে। প্রথম

---

৬ তা "শামে আল-কায়দার মিত্ররা" সিরিজ (দাবিক সংখ্যা ৮, ৯ এবং ১০) হতে জাওলানি ফ্রন্টের মিত্রদের দ্বীন ত্যাগের ব্যাপারে পড়ার দিকে নির্দেশ করছে। তাহলে কি জাওলানি ফ্রন্ট এমন সব লোকদের সাথে নিয়ে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে যারা নাকি জনগণের খেয়াল খুশির দিকে আহ্বান করে (জাহরান আল্লুশের নেতৃত্বাধীন "ইসলামিক ফ্রন্ট"), অথবা যারা তাগ্বুত সালমান আল সালুলের প্রতি বাইয়াহ প্রদান করে ("ফাইলাক আশ-শাম"), অথবা যারা জাতীয় একতা এবং বাতিনীদের রক্তের নিরাপত্তার দিকে আহ্বান করে এবং সাইক্স-পিকো সীমান্তের সম্মান করে ("শামীয়্যাহ ফ্রন্ট")?

সারীর আলেমগণের মতানুযায়ী সঠিক অভিমত হল, এটি সম্পূর্ণ নিষেধ। এর পক্ষে সাক্ষ্যদানকারী একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন 'আয়িশা যা বুখারী ও মুসলিম হাদিসে এসেছে এবং আরেকটি হাদিস বিবৃত করেছেন 'আব্দুর রাহমান ইবন হাবিব যা সঠিক ও মারফু'। খুঁজে দেখুন ও আপনার কাছে যে পাণ্ডুলিপি আছে তাতে খুঁজে পাবেন। যারা এর অনুমতি আছে বলে দাবী করেন তারা আয-যুহরী হতে একটি মুরসাল দলিল হিসেবে দেখান এবং আপনি জানেন যখন মুরসাল হাদিসটি কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী হয় তখন এর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তাছাড়া, যারা বলে এটি অনুমতি যোগ্য তারা কিছু শর্ত আরোপ করেনঃ যে এর উদ্দেশ্য হবে মুসলিমদের কল্যাণ সাধন ও উপকার করার জন্য, অথচ এক্ষেত্রে এটি মুসলিমদের ধ্বংস ও বিনাশের কারণ। তারা এটাও শর্ত দেয় যে মুশরিকদের হাতে কোন রকম ভীতি প্রদর্শনকারী ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব থাকবেনা, যা এক্ষেত্রে আপনার অবস্থানকে বাতিল করে দেয়। তারা এও শর্ত প্রদান করে যে, মতামত প্রদান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুশরিকদের কোন প্রভাব থাকবেনা, বর্তমানে যার উল্টোটা ঘটছে। এসকল বিষয় ফিকহ ও হাদিস ব্যাখ্যাকারীদের দ্বারা উল্লেখিত হয়েছে, এবং [আশ-শাওকানী] 'শারহ আল-মুনতাকা' ['নায়লুল-আওতার'] তে উল্লেখ করেছেন এবং আয-যুহরি এর মুরসাল বর্ণনাকে অনেক দুর্বল বলে অবিহিত করেছেন। এবং এই প্রসঙ্গটি এসেছে মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের একত্রিত হয়ে অন্য মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে। একজন বাগী (অপরাধী) এর বিরুদ্ধে একজন মুসলিমের আরেক মুশরিকের সাহায্য চাওয়ার বিষয়ে যারা অনুমতি দিয়েছেন, তারা বিপথগামী ছাড়া আর কেউ নয়"। [আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ]

মসুল শহরে শিরকের চিহ্ন ধ্বংস করা হচ্ছে

তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেন, "প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি নিছক সাহায্য চাওয়ার চাইতে অনেক বেশি গুরুতর ও ব্যাপক। তা হল, তাদের সাথে মিত্রতা করে ইসলাম ও তাওহীদের সম্প্রদায়কে সুরক্ষা দান কারী বর্মকে অপসারণ করা, ইসলামের বিধিবিধান ও মৌলিক ভিত্তিকে উচ্ছেদ করা, মুসলিমদের হত্যা করা এবং তাদের সম্মান ও সম্পদ হরণ করা। এটিই প্রকৃত বাস্তবতা। এর ফলে প্রকাশ্য শিরক ও সুস্পষ্ট কুফর ভূমিতে এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সেখানে ইসলামের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট নেই যা উল্লেখ করার মত বা যা দ্বারা পাপমোচন সম্ভব। কিভাবে এই অবস্থা দাঁড়ালো, তাওহীদ ও ঈমানের ভিত্তি উপড়ে ফেলে, কুরআন ও সুন্নাহর বিধানকে এক পাশে সরিয়ে, বদর আর বাইয়াহ আর-রিদয়ান এর জাতির প্রথম প্রজন্মকে প্রকাশ্যে অভিশাপ দেয়া হল, শিরক ও রাফীদা শিয়াদের ধর্ম প্রকাশ্যে সেসকল ভূমিতে আবির্ভূত হল? আর যারা বর্তমান পরিস্থিতিকে নিছক সাহায্যের নাম দিয়ে হালকা করার চেষ্টা করছে, না তারা এই বিষয়টি বোঝার সামর্থ্য রাখে, না তারা জানে কি বিপর্যয় ও দুর্যোগ ঘটে গেছে"। [আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ]

অনুরূপভাবে, দাওলাতুল ইসলামকে যখন এর অধীনস্থ কিছু এলাকা থেকে বের করে দেয়া হল তখন সেখানে জাহেলী ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যানার নিয়ে প্রবেশ করলো ফ্রি সিরিয়ান আর্মি এবং তাগুত কাতার, তুরস্ক ও আল-সালুল এর সমর্থিত তথাকথিত "ইসলামপন্থী" দলসমূহ এবং তারা তাওহীদ ও সুন্নাহর ব্যানারকে নামিয়ে ফেলল। তারা নিজেদের ইচ্ছে মত মুহাজির ও মুহাজিরাদের কারাদণ্ড দিল এবং তাদের রক্ত, সম্মান ও সম্পদের উপর বিচারের রায় দিল। তারা শরীয়াহ আদালতগুলো বন্ধ করে তাদেরকে প্রতিস্থাপন করেছে বিরোধী দল ও তাদের কমিটিগুলোর আইন দ্বারা। যদিও তাদের কোন একটা আইন শারীয়াহ'র কোন বিধানের সাথে মিলেও যায়, অথবা তারা আল্লাহর কিছু আইন দ্বারা শাসন করেও থাকে, তবু তারা শারীয়াহ'র অধিকাংশ বিধান দ্বারা শাসন করেনি এবং এই বিধানগুলো এই অজুহাতে পরিহার করেছে যে, তাতে নাকি ফিতনার সৃষ্টি হবে কারণ মুসলিমদের হত্যা ও যুদ্ধের নির্দেশের মাধ্যমে উক্ত জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

সুতরাং তাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য, যা মুজাহিদ নেতা সাউদ ইবন 'আব্দিল-'আযিয ইবন মোহাম্মাদ ইবন সাউদ (রাহিমাহুল্লাহ - ১২২৯ হিজরিতে

মসুল শহরে চোরের উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠা

হিসবাহ'র সদস্যরা সিগারেট, মাদকদ্রব্য এবং অন্যান্য হারাম বস্তু পুড়ানোর মাধ্যমে সৎ কাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধের দায়িত্ব পালন করছেন

মৃত্যুবরণ করেন)[৭] তার চিঠিতে বাগদাদের উসমানিয়্যাহ[৮] নেতা সুলায়মান বাশা কে লেখেন, "আমরা শুধুমাত্র তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি ও কুফর ঘোষণা করি যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করে, যাকে তারা সেভাবেই ডাকে যেভাবে আল্লাহকে ডাকা উচিত, যার নামে জবেহ করে যেভাবে আল্লাহর নামে করা উচিত, যাকে সে সেভাবেই ভয় করে যেভাবে আল্লাহ ভয় পাওয়ার যোগ্য এবং দুর্দশা ও প্রয়োজনের সময় তার কাছে সাহায্য চায়, এছাড়াও মূর্তি ও কবরের উপর নির্মিত ডোমগুলো রক্ষার্থে যুদ্ধ করে, যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যদি আপনার দাবীতে আপনি সত্যবাদী হন যে, আপনি ইসলামের উপর আছেন এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত, তাহলে সকল মূর্তি ধ্বংস করুন ও মাটির সাথে মিশিয়ে দিন, আল্লাহর নিকট সকল শিরক ও বিদআত হতে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মোহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল' এই বাণীকে কার্যকর করুন । যদি কেউ জীবিত বা মৃতদের মধ্য থেকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুকে উপাসনা করে, তাহলে তাকে বাধা দিন এবং তাকে অবহিত করুন যে এর মাধ্যমে সে ইসলাম থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায় এবং এহেন কাজ মূর্তিপূজকদের ধর্মের সদৃশ। যদি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করা অবধি সে নিবৃত না হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বাধ্যতামূলক যে পর্যন্ত না সে তার দ্বীনকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর প্রতি নিবেদন করে । আপনার নিয়ন্ত্রণাধীনদের আদেশ করুন যাতে তারা ইসলামের বিধান ও স্তম্ভ গুলোকে আঁকড়ে ধরে, এর সাথে মসজিদে জামাতের সাথে নামাজ আদায় প্রতিষ্ঠা করুন এবং কেউ যদি তা পরিহার করে তবে তাকে নিয়ন্ত্রণ করুন"।

"অনুরূপভাবে, যাকাতের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য, যা আল্লাহ বাধ্যতামূলক করেছেন। যাকাত সংগ্রহ করা হয় ধনীদের কাছ থেকে এবং তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয় যাদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন । যদি আপনি তা করেন তাহলে আপনি আমাদের ভাই । আমাদের যা অধিকার আছে আপনাদেরও তাই থাকবে এবং আমাদের যা কর্তব্য রয়েছে আপনাদেরও তাই বর্তিত হবে। আপনাদের রক্ত ও সম্পদ আমাদের জন্য অবৈধ হয়ে যাবে। তবে, যদি আপনি আপনার বর্তমান পরিস্থিতেই বহাল থাকেন ও শিরক থেকে তাওবাহ না করেন ও সেই দ্বীনকে আঁকড়ে না ধরেন যা আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং শিরক ও বিদআত পরিত্যাগ না করেন, তাহলে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাব যে অবধি আপনি আল্লাহর দ্বীনে প্রত্যাবর্তন না করেন এবং সরল পথ দিয়ে অতিক্রম করেন যেভাবে আল্লাহ্ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, যেমনটি তিনি বলেন, {আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।} [আল-আনফালঃ ৩৯]। তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, {অতঃপর মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও।} [আত-তাওবাহঃ ৫]" [আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ]

তিনি তার আরেক চিঠিতে বলেন, "যদি আপনি দাবী করেন যে আপনি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা করেন না ও এহেন কাজকে অপছন্দ করেন ও

৭ নোট: মুজাহিদ নেতা সাউদ ইবন 'আব্দিল='আজিজ ইবন মোহাম্মাদ ইবন সাউদ (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন - মৃত্যু ১২২৯ হিজরি), তাকে মুরতাদ তাগুত সাউদ ইবন 'আব্দিল-'আজিজ ইবন 'আব্দির-রাহমান আল সাউদ (১৩৮৮ হিজরিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত) এর সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিৎ নয়। তাছাড়া, ঐতিহাসিকভাবে "প্রথম সাউদী রাষ্ট্র (যা মুজাহিদ নেতা মোহাম্মাদ ইবন সাউদ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং ইমাম মোহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল-উয়াহহাব -আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন- দ্বারা সমর্থিত) এবং "তৃতীয় সাউদী রাষ্ট্র" (যা মুরতাদ 'আব্দুল-'আজিজ ইবন 'আব্দির-রাহমান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং যার বংশধররা ক্রুসেডারদের মিত্র ও তারা মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন করে), এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৮ কিছু লোক তাদের অজ্ঞতার দরুন একে "উসমানিয়্যাহ খিলাফাহ" বলে অভিহিত করে, যদিও তা মানব রচিত আইন দ্বারা শাসন করত এবং মুশরিক সূফী তারিক্বাহ সমূহের প্রচার করত। এই শাসন ব্যবস্থার শেষের দিকে যখন তা মাজার সমূহের সুরক্ষা করছিল এবং ইমাম মোহাম্মাদ ইবন 'আব্দিল-ওয়াহহাব (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) এর দাওয়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল, তখন তা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়। তাছাড়া, তা একজন ক্বোরাইশী শাসক থাকার শর্তও পূরণ করেনি।

মানুষকে এই কাজে উৎসাহিত করেন না, তবে তা আপনার প্রকাশ্য বা গোপন কোন কাজেই প্রমাণিত হয় না। ভণ্ড সূফী সমাবেশ, অভিশপ্ত স্থানসমূহ ও কবরের উপর সমাধি নির্মাণসহ এগুলোর প্রতি নিবেদিত হওয়া যা আল্লাহর অধিকার- তার মধ্যে দোয়া, কোরবানী, শপথ করা, ভীতি ও প্রত্যাশা, কোন কিছু চাওয়া যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে চাওয়া নিষেধ, এছাড়াও ঐসব স্থানে সালাত আদায় করা, সেগুলোকে রহমতের আশায় স্পর্শ করা, তাদের প্রতি উপহার নিবেদন এবং এরূপ আরও ন্যক্কারজনক ও কুৎসিত কাজ আপনাদের মধ্যে সর্বসমক্ষে উপস্থিত। যে ব্যক্তি এসকল কাজে অংশ নেয় না কিন্তু এরূপ কাজে জড়িতদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাদেরকে নিজের সম্পদ, জিহ্বা ও হাত দিয়ে প্রতিরক্ষা করে।”

“অনুরূপভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত হয়েছে পরিত্যক্ত এবং আপনার অধিকাংশ লোকেরা জুমু'আ ও জামাতে সালাত আদায় করে না, আর না ব্যক্তিগতভাবে তা আদায় করে। যারা সালাত আদায় করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ঘরে একাকী সালাত পড়ে আর যারা জামাতে যোগ দেয় তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। যখন তাদের মধ্যে কেউ সালাত আদায় করে বেরিয়ে আসে তখন লোকেদের বাজারে দেখতে পায়, যে তারা সালাত ত্যাগ করে পাপ, ক্রীড়াকৌতুক, দুরাচার, ও অন্যায়ে লিপ্ত এবং সে তাদের জনসমক্ষে ভর্ৎসনা করে না।”

“একইরূপে যাকাতও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। মানুষের সম্পদ থেকে তা সংগ্রহ করা হয়না, তাদের ফসলের হিসাব রাখা হয়না, উক্ত ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যা করে গেছেন সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়না, ফসলের উপর প্রযোজ্য যাকাত সংগ্রহ করা হয়না, যাকাত পাওয়ার

যিনাকারীর উপর হাদ্দ প্রতিষ্ঠা

যোগ্য লোকদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়না যাদের কথা সপ্ত আসমানের উপর হতে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন, যেভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘আল্লাহ এই ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না যে তাঁর কোন নবী বা অন্য কেউ, যাকাতের প্রাপক কারা হবে তা নির্ধারণ করুক। বরং, তিনি নিজে এটি নির্ধারণ করেন এবং নিজ দায়িত্বে তাঁর বাণী দ্বারা এর প্রাপকদের মনোনীত করেন যেমনটি তাঁর বানীতে এসেছে, {যাকাত হল কেবল ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদে হক এবং তা দাস-মুক্তির জন্যে, ঋণ গ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদ কারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে, এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান । আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।}[আত-তাওবাহঃ ৬০]’”

“অধিকন্তু, আপনি ইসলামের স্তম্ভগুলো বা ন্যায়পরায়ণতার কোন কিছুই ধরে রাখেননি, আপনার লোকদের তা পালন করতে নির্দেশও প্রদান করেন না এবং আপনাদের মধ্যে সকল প্রকার পাপাচার প্রকাশ্যে বিদ্যমান ও অধিকাংশের ক্ষেত্রে তা এখন তাদের চরিত্রে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সাথে শিরক করা, ব্যভিচার এবং সমকামিতা – যা লুত এর সম্প্রদায় করত, যাদেরকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, যে সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, {তিনিই জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে নিক্ষেপ করেছেন। অতঃপর তাকে আচ্ছন্ন করে নেয় যা আচ্ছন্ন করার।} [আন-নাজমঃ ৫৩-৫৪] আমরা পরাক্রমশালী ও মহানুভব আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই, তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি থেকে।”

“এছাড়াও সুদ, জাদু, অদৃশ্যের জ্ঞান রাখার দাবী ও সকল প্রকার পাপ যার মধ্যে আছে মদ ও অন্যান্য মাদকদ্রব্য যেমন তামাক ও এর সদৃশ, পতিতাবৃত্তি, অবিচার, আগ্রাসন, গরীব, দুর্বল, ধনী ও কৃষকদের সম্পদ হরণ- আপনি জোরপূর্বক, সহিংস ভাবে ও অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ কেড়ে নিচ্ছেন- এবং তাছাড়াও এরকম আরও অনেক ব্যাপার যার কোন হিসাব নেই ও যা উল্লেখ করতে অনেক সময়ের প্রয়োজন, যেসব কাজের জন্য আপনি প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন না।”

“আর যে কেউ দাবী করে যে সে এধরনের পাপকাজে জড়িত না, ঠিক যা আগে বলেছি, পাপে লিপ্তদের সে ভর্ৎসনাও করেনা বা তাদের পরিত্যাগও করেনা। বরং, সে তার নিজস্ব সম্পদ ও জিহ্বা দ্বারা তাদের প্রতিরক্ষা করে। সুতরাং, যদিও সে এসব কাজে লিপ্ত না তবুও সে পাপীদের সমকক্ষ, যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, {আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে।}[আন-নিসাঃ ১৪০] এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, {যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা

বাথিস্ট মতবাদ পোষনের কারণে স্কুল শিক্ষকদের তাওবাহ করানো হচ্ছে

অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা।} [আল-মুজাদিলাহঃ ২২] এবং তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, {আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে । আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।}[হুদঃ ১১৩] এবং হাদিসে এসেছে, 'মুশরিকদের সাথে বসবাসকারী মুসলিমদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই,' অন্য আরেকটি হাদিসে এসেছে, 'তারা যেন একে অপরের আগুন না দেখতে পায়'। আপনি আপনার কৃতকর্মে সম্পর্কে স্বয়ং নিজেই অবহিত, এবং আপনি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত শিরক ও কুৎসিত কৃতকর্মের ব্যাপারে জানেন এবং আপনারা নিজেরা নিজেদের সম্পর্কে অবগত, যে সম্পর্কে তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, {বরং মানুষ নিজেই তার নিজের সম্পর্কে চক্ষুমান। যদিও সে তার অজুহাত পেশ করতে চাইবে।} [আল-কিয়ামাহঃ ১৪-১৫]

তিনি তার বক্তব্য চালিয়ে যান এবং এক পর্যায়ে বলেন, "আর আপনি আমাদের কুফফারদের হত্যা করা সম্পর্কে যা বলেছেন, এই ব্যাপারে আমরা না ক্ষমা প্রার্থী, না তা উপেক্ষা করি। বরং আমরা তা বহাল রাখবো, ইনশা'আল্লাহ, এবং আমাদের সন্তানদের উপদেশ দিব যাতে আমাদের পরে তারাও অনুরূপভাবে তা বহাল রাখে ও তারা তাদের সন্তানদেরকেও একই উপদেশ দিবে যাতে তাদের পরেও তা বহাল থাকে, যেভাবে সাহাবীরা বলেছেন, 'আমরা জিহাদের উপর অটল থাকব, যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকব।'"

"আল্লাহর পরাক্রমে ও ইচ্ছায় আমরা কুফফারদের নাকে খত দেয়াবো, তাদের রক্ত ঝরাবো এবং তাদের সম্পদ গণিমত হিসেবে নিব। আমরা তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুকরণে করবো, কোন বিদআত সৃষ্টি করে নয়। আমরা তা করি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার জন্য এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার নিমিত্তে। আমরা এই কাজের মাধ্যমে অঢেল পুরস্কার পাবার আশা করি, যেমনটি আল্লাহ বলেন, {অতঃপর মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।} [আত-তাওবাহঃ ৫] এবং তিনি আরও বলেন, {আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। আর তারা যদি না মানে, তবে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের সমর্থক; এবং কতই না চমৎকার সাহায্যকারী।} [আন-আনফালঃ ৩৯-৪০], তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরও বর্ণনা করেন, {অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দার মার} [মোহাম্মাদঃ ৪], এছাড়াও তিনি বলেন, {যুদ্ধ কর ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন} [আত-তাওবাহঃ ১৪]।"

"আমরা তা প্রত্যাশা করি যার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে রয়েছে অশেষ পুরষ্কার, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, {আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ

অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য।} [আত-তাওবাহঃ ১১১]। এরপর তিনি সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, {মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন পণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম; যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহা সাফল্য। এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।} [আস-সফঃ ১০-১৩]। এগুলো ছাড়াও যে আয়াত ও হাদিসগুলো জিহাদের প্রসঙ্গে এসেছে ও একে উৎসাহিত করেছে, তা হিসাবের বাইরে। জিহাদ ব্যতীত আমাদের কোন প্রথা নেই এবং কুফফারদের সম্পদ ব্যতীত কোন জীবিকা নেই।"

তিনি এ প্রসঙ্গে আরও লেখেন ও এক পর্যায়ে বলেন, "সাময়িক যুদ্ধবিরতির সম্বন্ধে, যেহেতু আপনি ইসলামের উপর অবস্থান করেন না, সেহেতু আল্লাহর পরাক্রম ও ক্ষমতার বলে তা দেয়া অসম্ভব। আপনি জানেন এই ব্যাপারে আমাদেরকে আপনি বহুবার অনুরোধ করেছেন। আপনি আমাদের কাছে 'আব্দুল-'আযিয আল-কাদিমি কে পাঠিয়েছেন, এরপর পাঠিয়েছেন 'আব্দুল-'আযিয বেগ কে এবং আপনি সাময়িক যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জানিয়ে প্রতি বছর তিরিশ হাজার স্বর্ণ দিনার জিযিয়া দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা তা গ্রহণ করিনি এবং আপনার যুদ্ধবিরতির অনুরোধের কোন উত্তর দেইনি। যদি আপনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে এর উৎকর্ষ উপভোগ করুন, যা আমরা অন্বেষণ করি, আর যদি প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে আপনার উদ্দেশ্যে বলি যেমনটি আল্লাহ বলেন, {অতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।} [আল-বাক্বারাহঃ ১৩৭]। এবং আমরা আপনাকে বলি, {"আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী।"} আমরা বলি, হে {যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।}[আল-ফাতিহাহঃ ৪-৫]। এবং আমরা বলি, {সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।}[আল-ইসরাঃ ৮১] এবং আমরা বলি, {সত্য আগমন করেছে এবং অসত্য না পারে নতুন কিছু সৃজন করতে এবং না পারে পুনঃ প্রত্যাবর্তিত হতে।} [সাবাঃ ৪৯]। এবং আমরা বলি যা আল্লাহ্ তাঁর নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, {এ সত্ত্বেও যদি তারা বিমুখ হয়ে থাকে, তবে বলে দাও, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত আর কারো বন্দেগী নেই। আমি তাঁরই ভরসা করি এবং তিনিই মহান আরশের অধিপতি।}[আত-তাওবাহঃ ১২৯]"

"আর আপনি চুক্তির ব্যাপারে যা বলেছেন, জেনে রাখুন পলায়ন করা কোন পুরুষের ধর্ম নয় এবং আমরা নিজেদের পলায়ন করা ও মিথ্যা হতে ঊর্ধ্বে রাখি। আমরা শীঘ্রই আপনার কাছে পোঁছাবো, ইনশা'আল্লাহ, যখন আল্লাহ আমাদের আপনার কাছে নিয়ে যান। সুতরাং যখন আপনি কামানের গোলাবর্ষণের শব্দ শুনবেন ও বারুদের গন্ধ পাবেন ও আপনার অঞ্চলগুলোতে আগুন দেখতে পাবেন, ইনশা'আল্লাহ, তখন আপনার শক্তিমত্তা দেখাতে ইতস্তত করবেন না। মোহাম্মাদ ও তার পরিবার ও তার সাহাবাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।" [আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ] [৯]

মুজাহিদ নেতার কথায়, বর্তমানে সাহওয়াত জোটের অধীনে এলাকাগুলোর অবস্থার বিবরণ রয়েছে। লক্ষ্য করুন, এই চিঠি উদ্ধৃত করা হয়েছে যারা বলপ্রয়োগ পূর্বক শরীয়াহ আইনের বিরোধিতা করছে তাদের উদ্দেশ্যে এবং তারা যুদ্ধ ও নিহত হওয়া থেকে রক্ষা

এক সাথে কাতার এবং তুরস্কের তাগুত

৯ যারাই মুজাহিদ নেতা সাউদ ইবন 'আব্দিল-'আজিজ (ফুটনোট ৭ দেখুন) এর চিঠি সমূহ পড়বে, তাদের কাছে হ্বকপন্থী একজন তাওহিদী মুজাহিদ এবং তাওহীদ ও জিহাদের ভুয়া দাবিদারদের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।

পাবে একমাত্র যদি শরীয়াহ দ্বারা শাসন করে, এর বিধানকে আঁকড়ে ধরে ও নিজেদেরকে শরীয়াহ ও এর বিধানের পরিপন্থীদের হতে পৃথক রাখে।

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) সেই খারেজি দলগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা উল্লেখ করেছেন যারা আহলুস-সুন্নাহ এর আক্বিদাহ গ্রহণ করার জোর বিরোধিতা করে- যে তাওহীদের সাথে আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলী, কাদা ও কদর, সাহা-বাহগণ ও জামাআহ সম্পর্কযুক্ত [মাজমু আল-ফাতাওয়াঃ খণ্ড ২৮, পৃষ্ঠা ৫১১]। সুতরাং, যেসব দল আরও অধিক বিপথগামী, তাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করা হবে না? যারা তাওয়াগ্বীত আব্দুল্লাহ ও সালমান আল-সালুল, হামদ ও তামিম আল সানি, এরদোগান ও সিরিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিল (আল্লাহ তাদের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করুন) কে সম্মান করে এবং তাদের ও তাদের সরকারদের ভাই ও বন্ধু ঘোষণা করে, তাদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করা হবে না? তাওয়াগ্বিত কে তাকফির কারীদের ও তাদের প্রতি প্রকাশ্যে ঘৃণা ও শত্রুতা প্রদর্শনকারীদের তারা উপহাস করে, এই বলে যে যারা তাওয়াগ্বীতকে তাকফির করে তারা নাকি "বোকা", তারা রাজনীতি বোঝে না অথবা তারা "খারিজি"! অতএব তারা তাওয়াগ্বীতের সুস্পষ্ট কুফরিকে সমর্থন করে, যেমন গণতন্ত্র, জাহিলি জাতীয়তাবাদ, জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইন এর ধর্মে অনুপ্রবেশ করে! এবং তাহলে অন্যরা যারা দাওলাতুল ইসলামের মুহাজির ও আনসারদের ঊর্ধ্বে জাতীয়তাবাদী মিত্র দলগুলোর প্রতি অধিক অনুরাগ দেখাচ্ছে, তদানুযায়ী আল্লাহর রাহে জিহাদ কারীদের উপরে বন্ধু তাগ্বুতকে পছন্দ করছে, এমনকি তাদের সাথে জোটবদ্ধ হয়েছে শরীয়াহ বাস্তবায়ন কারীদের বিরুদ্ধে এবং শরীয়াহ'র ভিত্তিতে শাসনকারীদের "খাওারিজ" উল্লেখ করেছে তথায় শরীয়াহ'র সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিধানের বিরোধিতা কারীদের আখ্যা দিয়েছে "মুসলিম মুজাহিদিন", তাদের বিরুদ্ধেও বা কেন যুদ্ধ করা হবেনা?

শায়খুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আল্লাহ বলেন,{আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।} [আল-আনফালঃ ৩৯] সুতরাং যারাই জিহাদকে পরিত্যাগ করবে, যা কিনা ফিতনা দূর করার জন্য আল্লাহর আদেশ, সে নিজেই তার অন্তরের সন্দেহ ও অসুস্থতার জন্য ফিতনায় পতিত হবে এবং যেহেতু সে আল্লাহর নির্দেশ জিহাদকে পরিত্যাগ করেছে। সুতরাং এই বিষয়ে ভাবুন, কারণ এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।" [মাজমু' আল-ফাতাওয়া]

অতএব, দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বলছি, সেই মুরতাদদের আক্রমণ করুন যারা শরীয়াহ'র জোরপূর্বক বিরোধিতা করে, আর মনে রাখুন মুরতাদরা ক্রুসেডারদের যে যুদ্ধবিমানের উপর নির্ভরশীল ও যার মাধ্যমে রক্ষা পাওয়ার আশা করে, আল্লাহ তার চাইতে ঊর্ধ্বে ও বৃহত্তর।

তাদের উদ্দেশ্যে বলছি যারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করার জন্য ও আল্লাহর কালামকে সর্বোচ্চ ও অবিশ্বাসীদের কালামকে সর্বনিম্ন করার জন্য ঘর ছেড়ে এসেছেন এবং তারপর দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে সাহওয়াত জোটের হয়ে লড়াই করেছেন, আপনার চারদিকে দেখুন, সামনে, পিছনে, ডানে,

মৃত দরবারী আলেম, মোহাম্মাদ সায়িদ আত-তানতাওয়ী, সবেক ইহুদী রাষ্ট্র প্রধান শিমন পারেজের সাথে কুশল বিনিময় করছে

নুসাইরী সমর্থক দরবারী আলেম মোহাম্মাদ সাইদ রামাদান আল-বুতী যাকে মুয়াহ্হিদ মুজাহিদিনগণ হত্যা করেন

বামে, উপরে দেখুন। আপনি কি তাওয়াগ্বীতদের মিত্রদের দেখতে পান না? আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না কে পৃথিবীতে কলহ ছড়াচ্ছে? আপনি কি গুপ্তচরদের সর্বত্র ঘুর ঘুর করতে দেখেন না? আপনি কি দেখেন না যুদ্ধবিমানগুলো অপর থেকে তাদের রক্ষা করছে? আপনি কি এ কারণে যুদ্ধ করছেন

যাতে এই লোকগুলো শামের পবিত্র ভূমিকে শাসন করতে পারে? আপনি কি আহলুল-কিতাবের উপর জিযিয়া আরোপ করতে দেখেন? আপনি কি হুদুদের বাস্তবায়ন দেখেন? আপনি কি দেখেন মানুষকে সালাত, যাকাত, পবিত্রতা ও হিজাবের ব্যাপারে আদেশ দেয়া হচ্ছে? নাকি তাদের নির্বিশেষে "উন্মুক্ত" ছেড়ে দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহর ইবাদত করুক কিংবা তাওয়াগ্বীতের ইবাদত করুক।

অতএব, যারা সমর্থন ও জিহাদের দাবী করেন, যারা ঘর ছেড়ে শামে এসেছেন হিজরতের দাবিতে কিন্তু সাহওয়াত জোটের ভূখণ্ডে বাস করছেন, তাদের বলছি, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান ও জেগে উঠুন, কারণ আল্লাহর শপথ আপনি শরীয়াহ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন, সেটা আপনি উপলব্ধি করেন বা না করেন। সুতরাং, আপনার ভাইদের একত্র করুন, ঐক্যে গর্জে উঠুন এবং তাদের হত্যা করুন যারা আপনাদের শরীয়াহ দ্বারা শাসনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়। সাহওয়াত জোটের মধ্যে আপনাদের নেতাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুন এবং তাদেরকে জবাই করুন যাতে তাওয়াগ্বীতের স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলো ও ক্রুসেডারদের যুদ্ধবিমানগুলো তাদের জন্য কাঁদতে পারে। যদি আপনারা সাহওয়াত জোটের শক্ত অবস্থানকে ধ্বংস করতে পারেন, তাহলে তা হবে শরীয়াহ বিধানের জোর বিরোধী কারীদের একত্রীকরণের লক্ষাধিক অপারেশনের তুলনায় উত্তম, যেসব অপারেশন দ্বারা শাম আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা শাসিত হবে তাওয়াগ্বিত ও ক্রুসেডারদের সমর্থনে।

সুতরাং, তাদের মধ্যে গিয়ে আপনার বিস্ফোরক বেল্টের বিস্ফোরণ ঘটান। শরীয়াহ পন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করা হতে যাকে পারেন বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনুন । তাদেরকে মুয়াহহিদ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হতে ক্ষান্ত করুন এবং তাদের মধ্যে নিরুৎসাহ ছড়িয়ে দিন। অতঃপর, যদি আপনি তাদের ভূখণ্ডের উপর চড়াও হতে সক্ষম না হন, তাহলে সেই ভূখণ্ডগুলো শরীয়াহ দ্বারা শাসন করুন এবং প্রকাশ্যে খালীফাহ'র প্রতি বাইয়াহ দিন, আর যদি তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদেরকে আক্রমণ করতে বা যত বেশি সম্ভব হত্যা করতে ও খিলাফাহ'কে সমর্থন করতে সাহস না পান, তাহলে খিলাফাহ'র ভূমিতে হিজরত করুন কারণ আল্লাহর শপথ, যারা আল্লাহর রাহে হিজরত করতে চায় তাদের জন্য এটি শ্রেষ্ঠ ভূমি।

হে আল্লাহ, কিতাব নাযিলকারী, হিসাব গ্রহণে তরান্বিত, মেঘেদের স্থানান্তরকারী, উক্ত দলগুলোকে পরাজিত করুন, তাদের মধ্যে কম্পন সৃষ্টি করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তা করুন। হে আল্লাহ, সাহওয়াত এর মুফতিদের এবং জ্ঞান গর্দভদের বাল'আম ইবন বা'উর, ইবন আবি দু'আদ, আত-তানতাউয়ী ও আল-বুতী এর সাথে একত্রে পুনরুত্থিত করুন।[১০]

১০ বাল'আম ইবন বা'উর ইসরাইলী সূত্রে বর্ণিত এবং কিছু সংখ্যক মুফাসসিরিন কর্তৃক বর্ণিত বনী ইসরাইলের এমন এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নাম সমূহের জ্ঞান দান করা হয়েছিল এবং সে এই নাম গুলো ব্যবহার করে মুসা (আলাইহিস সালাম) এর বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে দোয়া করত, এভাবেই সে দুনিয়া এবং আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইবন আবি দাউদ ছিল "কোরআন আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট" বলে দাবিকারী মু'তাজিলাদের নেতৃস্থানীয়দের একজন, ইমাম আহমদ (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) এই ফিতনাহ'র অবসান ঘটান। মুরতাদ মোহাম্মাদ সাইদ আত-তানতাওয়ী হল সাবেক "শায়খুল-আযহার", সে এমন এক দরবারী আলেম যে সুদকে হালাল করে, আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিক্বাব নিষিদ্ধ করে এবং মুজাহিদিনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। মুরতাদ সা'ইদ রামাদান আল-বুতী একজন সিরিয়ান দরবারী আলেম ছিল যে শামে জিহাদ শুরু হওয়ার শুরু থেকেই তাগ্বুত বাশার আল আসাদকে সমর্থন করে আসছিল যতক্ষণ পর্যন্তনা সে ঘটনাক্রমে নিহত হয়।